২৮-০৩-১৭ প্রাত:-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরানো দেহের ভানকে ভুলে যাও, এর প্রতি মমত্ব দূর করো, তাহলেই তোমরা ফার্স্ট ক্লাস শরীর প্রাপ্ত করতে পারবে, তোমাদের এই শরীর তো শেষ হয়েই আছে" ।

প্রশ্ন :- এই নাটকের অটল নিয়ম কি, যে কথা মানুষ জানে না ?

উত্তর :- যখন জ্ঞান থাকে তখন ভক্তি থাকে না, আবার যখন ভক্তি থাকে তখন আবার জ্ঞান থাকে না । যখন পবিত্র দুনিয়া ছিল তখন একজন মানুষও পতিত ছিল না আবার যখন পতিত দুনিয়া থাকে তখন একজনও পবিত্র থাকে না .....এই হল নাটকেইর অটল নিয়ম , যে নিয়ম কোনো মানুষই জানে না ।

প্রশ্ন :- সত্যিকারের "কাশীর মুক্তি " (কাশী কলবট) কাকে বলা হবে ?

উত্তর :- অন্তিম সময়ে কারো স্মরণই যেন না আসে । এক বাবা-ই যেন স্মরণে থাকে। একেই বলা হয় "কাশীর মুক্তি"। "কাশীর মুক্তি" অর্থাত্ পাশ উইথ অনার হওয়া। যাতে সামান্যতম সাজাও না খেতে হয় ।

গীত :- তোমাদের দ্বারে এসেছি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে.....

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন। কারণ বাচ্চারাও যেমন বাবাকে আপন করেছে ঠিক তেমনই বাবাও বাচ্চাদের আপন করেছে। কেননা এই দুঃখধাম থেকে মুক্ত করে শান্তিধাম আর সুখধামে একমাত্র বাবাকেই নিয়ে যেতে হবে । এখন তোমরা সেই সুখধামে যাওয়ার জন্য যোগ্য তৈরী হচ্ছ । পতিত মানুষ কখনো পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারবে না । এর কোনো নিয়ম নেই । এই পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার নিয়ম একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো । সমস্ত মানুষই এই সময় পতিত এবং বিকারী । যেমন তোমরাও পতিত ছিলে , কিন্তু সেইসব অপগুণ দূর করে তোমরা এখন সর্বগুণ সম্পন্ন দেবী - দেবতা হতে চলেছ । গানেও এই কথা বলা আছে যে -- আমরা জীবনমৃত অবস্থা পেতে বা তোমার হতে এসেছি। এখন তুমি যে মত দেবে সেই মতেই আমরা চলবো। কারণ তোমার মতই হল সর্বোত্তম মত । আর এই দুনিয়ায় যে সকল অন্য মত আছে সে সবই আসুরী মত । এতটা সময় ধরে আমরা তো জানতামই না যে আমরা আসুরী মতে চলেছি । না দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারে যে তারা ঈশ্বরীয় মতে চলছে না, তারা রাবণের মতে চলছে । বাবা বলেন যে, "বাচ্চারা অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা রাবণের মতে চলে এসেছ" । সে হল ভক্তিমার্গ বা রাবণ রাজ্য । বলা হয় *রাম রাজ্য জ্ঞান কান্ড আর রাবণ রাজ্য ভক্তি কান্ড* । তাহলে হল জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য । কিন্তু কিসের বৈরাগ্য ? ভক্তি আর পুরানো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য । জ্ঞান হল দিন আর ভক্তি হল রাত । রাতের পর তো দিনই আসে । পুরানো দুনিয়া আর ভক্তির থেকে বৈরাগ্য আনতে হবে । এ হল সঠিক বেহদের বৈরাগ্য । সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য আবার আলাদা । তারা কেবল ঘর সংসারের বৈরাগ্য নেন । এও এই নাটকে নিহিত আছে । এ হল হদের বৈরাগ্য বা প্রবৃত্তির সন্ন্যাস । বাবা বোঝান যে - "তোমরা বেহদের সন্ন্যাস কিভাবে করবে । তোমরা হলে আত্মা । ভক্তিতে আত্মা বা পরমাত্মার জ্ঞান থাকে না" । আমরা আত্মারা কি , কোথা থেকে আসি, আমাদের কি অভিনয় করতে হয় , ভক্তিতে

কিছুই জানা যায় না । সত্যযুগে কেবল আত্মার জ্ঞান থাকে । আমরা আত্মারা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করি । সত্যযুগে পরমাত্মার জ্ঞানের দরকার হয় না, তাই সেখানে কেউ পরমাত্মাকে স্মরণ করে না । এই নাটক এমনভাবেই বানানো হয়েছে । বাবা হলেন সর্বজ্ঞানী । এই সৃষ্টিচক্রের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান বাবার কাছেই আছে । বাবা-ই তোমাদের এই আত্মা আর পরমাত্মার জ্ঞান দিয়েছেন । তোমারা যে কোনো লোককেই জিজ্ঞেস করতে পারো যে আত্মার স্বরূপ কি ? তারা বলবে আত্মা হল জ্যোতি - স্বরূপ । কিন্তু তা কি জিনিস সে বিষয় কেউই জানে না । এখন তোমরা জানো যে আত্মা হল খুব ছোটো একটি বিন্দু , তারার মতো । বাবাও ঠিক তারার মতো । কিন্তু তাঁর অনেক মহিমা । এখন বাবা তোমাদের সামনে এসে বোঝান যে তোমরা কিভাবে মুক্তি আর জীবনমুক্তি পেতে পার । বাবার শ্রীমতে চললে তোমরা উঁচু পদ পেতে পারবে । মানুষ দান - পুণ্য ,যজ্ঞ ইত্যাদি করে থাকে । তারা ভাবে যে এসব করলে ভগবান আমাদের দয়া করে এখান থেকে নিয়ে যাবেন । কি জানি কখন না কখন ভগবানকে পাওয়া যায় । তোমরা তাদের জিজ্ঞেস করো, কবে পাবে ? তখন তারা বলবে, এখনো অনেক সময় আছে , অন্তিম সময়ে ঠিক পাওয়া যাবে । মানুষ সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছে । তোমরা এখন প্রকাশের আলোয় এসেছ । তোমরা এখন গুপ্ত রূপে পতিত মানুষদের পবিত্র বানানোর নিমিত্ত হয়েছ । তোমাদের এই কাজ খুব শান্তি সহকারে করতে হবে । এমন ভালোবেসে সকলকে বোঝাও যে মানুষ থেকে দেবতা বা কড়ি থেকে হীরের তুল্য এক মুহূর্তেই হতে পারে । এখন বাবা বলেন , কল্পে কল্পে আমাকে এসে বাচ্চাদের সেবায় উপস্থিত হতে হয় । এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে চলে সেইকথা বুঝিয়ে বলতে হয় । সত্যযুগে দেবতারা খুব আনন্দে থাকে । তারা বাবার বর্সা বা সম্পত্তি প্রাপ্ত করেছে । তাই কোনো চিন্তার বিষয় নেই । এই গায়ন আছে যে "আল্লার বাগিচা ।" সেখানে সব মহলই হীরে আর জহরতের ছিল, সকলেই ধনবান ছিল । এইসময় বাবা তোমাদের জ্ঞান - রত্নের দ্বারা অনেক ধনবান বানাচ্ছেন । এরপর তোমরা একনম্বর শরীরও প্রাপ্ত করবে । এখন বাবা তোমাদের বলেন যে দেহ - অভিমান ছেড়ে দেহী - অভিমানী হও । এই দেহ আর দেহ - সম্বন্ধীয় যা কিছুই আছে সবই পার্থিব বস্তু । তোমরা নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করো, কারণ ৮৪ জন্মের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে তাই নিজের ঘরে ফিরে চলো । বুদ্ধিতে যেন তোমাদের এই কথা থাকে যে এখন এই পার্থিব দুনিয়া ছাড়ছি, তখনই বুদ্ধির যোগ বাবার সঙ্গে থাকবে আর বিকর্মও বিনাশ হবে । গৃহস্থ জীবনে থেকে পদ্ম ফুলের মতো পবিত্র থাকতে হবে । সবেতে থেকেও পৃথক এবং সবকিছুর ঊর্ধে থাকো । বানপ্রস্থীরা বাড়ি ঘর ছেড়ে সাধুদের কাছে গিয়ে বসে থাকে । কিন্তু এই কথাই তারা জানে না যে সেখানে কি পাবে । *বাস্তবে মানুষের মমত্ব তখনই দূর হয় যখন তারা প্রাপ্তি সম্বন্ধে জানতে পারে* । অন্তিম সময়ে সন্তান - সন্ততিও স্মরণে আসে না । এখানে তোমরা জানতে পারো যে এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মমত্ব দূর করতে পারলেই বিশ্বের মালিক হতে পারব । এখানকার প্রাপ্তি অনেক বড় । বাকি দুনিয়ার মানুষ যা কিছুই পড়ে সবই অল্পকালের সুখের জন্য । ভক্তিও করে অল্পকালের সুখের জন্য । মীরার সাক্ষাত্কার হয়েছিল কিন্তু রাজ্য তো পায় নি ।

তোমরা জানো যে বাবার মতে চললে তোমরা অনেক বড় পুরস্কার পাবে । পবিত্রতা , শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপন করার জন্য তোমরা কত পুরস্কার পাও । বাবা বলেন এখন এই দেহের ভান ত্যাগ করো । আমি তোমাদের সত্যযুগে একনম্বর দেহ আর দেহের সম্বন্ধী দেবো । ওখানে দুঃখের কোনো চিহ্ন থাকবে না ,তাই এখন সম্পূর্ণভাবে আমার মতে চলো । মাম্মা, বাবা চলেছিলেন তাই প্রথম বাদশাহী তাঁরাই প্রাপ্ত করবেন । এইসময় তাঁরা জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী হন আর সত্যযুগে রাজ -

রাজেশ্বরী হবেন । ঈশ্বরের জ্ঞানে তোমরা রাজার রাজা হতে পারো কিন্তু সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকে না । এই জ্ঞান তোমরা এখনই পেয়ে থাক । এখন তোমাদের এই দেহ –ভান ত্যাগ করতে হবে । আমার স্ত্রী , আমার সন্তান , এইসব ভুলতে হবে । এইসবই প্রায় মৃত অবস্থায় আছে কল্পনা করতে হবে । আমাদের শরীরও মৃত মনে করতে হবে । আমাদের তো বাবার কাছে যেতে হবে । এইসময় আত্মার জ্ঞানও কারোর নেই । সত্যযুগে আত্মার জ্ঞান থাকে । তাও অন্তিম সময়ে যখন শরীর বুড়ো হয়ে যায় তখন আত্মা বলে – এখন আমার শরীর বুড়ো হয়েছে এখন আমাকে নতুন নিতে হবে । প্রথমে তোমাদের মুক্তিধামে যেতে হবে । সত্যযুগে এমন কথা বলবে না যে ঘরে যেতে হবে । না । ঘরে ফেরার সময় এখনই । এখানে তোমাদের সামনে বসিয়ে কিভাবে একটু একটু করে বুদ্ধিতে বসানো হয় । সামনে বসে শোনা আর মুরলী পড়ার মধ্যে রাত দিনের তফাত । আত্মার এখন নিজের পরিচিতি মিলেছে যাকে জ্ঞানের চক্ষু বলা হয় । এই কথা বোঝার জন্য কত বিশাল বুদ্ধি চাই । ছোট্ট তারার মতো আত্মাতে কতো বড় পার্ট ভরা আছে । এখন বাবার পিছনে আমরাও যাবো । সবার শরীরই শেষ হয়ে যাবে । এই পৃথিবীর ইতিহাস এবং ভৌগলিক অবস্থান আবার রিপিট হবে । তোমাদের গৃহত্যাগ করার প্রয়োজন নেই । কেবল মমত্ব দূর করতে হবে আর পবিত্র থাকতে হবে । কাউকে দুঃখ দিও না । প্রথমে নিজে জ্ঞানের মন্থন করো তারপর সবাইকে সেই জ্ঞান শোনাও । শিববাবা তো বিচার সাগর মন্থন করেন না । তিনি বাচ্চাদের জন্য এই কথা বলেন । তবুও এটাই বোঝো যে শিববাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন । ব্রহ্মাবাবার এইকথা মনে হয় না যে তিনি শোনাচ্ছেন । শিববাবাই শোনান । একেই নিরহংকারিতা বলা হয় । একমাত্র শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে । বাবা যে বিচার সাগর মন্থন করেন, তাই শোনান । এখন বাচ্চারাও তাঁর অনুসরণ করছে । যতটা সম্ভব নিজের সঙ্গে কথা বলতে থাকো , রাতে জেগেও চিন্তন চালানো উচিত । শুয়ে নয়, উঠে বসে চিন্তা করা উচিত । আমি আত্মা কতো ছোটো একটি বিন্দু । বাবা কতো জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে বলেছেন – এ হল সুখদাতা বাবার জাদু । বাবা বলেন তোমাদের নিদ্রাজয়ী বাচ্চা হতে হবে এবং দেহের সঙ্গে সঙ্গে দেহের মিত্র সম্বন্ধীদেরও ভুলতে হবে । এই সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে যাবে । আমাদের বাবার থেকেই বর্সা বা সম্পত্তি নিতে হবে আর সবার থেকে মমত্ব দূর করে গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকতে হবে । শরীর ত্যাগের সময় কোনো আসক্তি যেন না থাকে । সবাইকে সত্যিকারের "কাশীর মুক্তি" (কাশী কলবট) পেতে হবে । স্বয়ং কাশীনাথ শিববাবা তোমাদের বলেন যে আমি তোমাদের সবাইকে নিতে এসেছি । "কাশীর মুক্তি" এখন তোমাদের পেতেই হবে । এখনই প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসার সময় । সেই সময় তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে হবে । কাশীতে মানুষ ঈশ্বরের স্মরণে থেকেই কুয়োতে ঝাঁপ দিত । কিন্তু এই কুয়োতে ঝাঁপ দিলে কিছুই হবে না । এখানে তো তোমাদের এমন হতে হবে যাতে সাজা না খেতে হয় । না হলে উঁচু পদ পেতে পারবে না । বাবার স্মরণে থাকলেই বিকর্ম বিনাশ হয় । সাথে সাথে এই জ্ঞানও তোমাদের আছে যে তোমরাই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করবে । এই জ্ঞান ধারণ করতে পারলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে । কোনো বিকর্ম তোমরা কোরো না । কিছু জিজ্ঞেস করতে হলে বাবার কাছে জিজ্ঞেস করতে পারো । সার্জন তো আমি একজনই । চাইলে বাবার সামনে বসে জিজ্ঞেস করতে পারো অথবা চিঠি লিখেও জিজ্ঞেস করতে পারো , বাবা তোমাদের রাস্তা বলে দেবেন । বাবা কতো ছোটো , ঠিক তারার মতো। কিন্তু তাঁর মহিমা কতো গুরুত্বপূর্ণ । তিনি কর্তব্য করেছিলেন তাই তো তাঁর মহিমা গাওয়া হয় । ঈশ্বরই হলেন সবার সদ্গতি দাতা, তাই তাদেরও জ্ঞানদাতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর ।

বাবা বলেন - বাচ্চারা , এক বাবাকে স্মরণ করো আর অতি মিষ্টি হয়ে যাও । শিববাবা কতো মিষ্টি । তিনি ভালোবেসে সকলকে বুঝিয়ে বলেন । বাবা যদি প্রেমের সাগর হন তাহলে তিনি অবশ্যই সকলকে ভালোবাসবেন । বাবা বলেন মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, মন - বচন এবং কর্মে কাউকেই দুঃখ দিও না । যদি কারোর সঙ্গে তোমাদের শত্রুতাও থাকে তবুও কাউকে দুঃখ দেওয়ার চিন্তা যেন তোমাদের বুদ্ধিতে না আসে । সবাইকে সুখের কথাই তোমাদের বলতে হবে । কারোর জন্যই মনে খারাপ চিন্তা রেখো না । দেখো *দুনিয়ার লোক শংকরাচার্য ইত্যাদি সন্ন্যাসীদের কত বড় বড় রুপোর সিংহাসনে বসিয়ে রাখে । এখানে শিববাবা যিনি তোমাদের কড়ি থেকে হীরে তুল্য বানান ,তাঁরও তো হীরের সিংহাসন হওয়া চাই , কিন্তু শিববাবা বলেন আমি পতিত শরীর আর পতিত দুনিয়াতেই আসি । দেখো বাবা কিভাবে তাঁর আসন নিয়েছেন । নিজের থাকার জন্যও তিনি কিছুই চান না* । যেখানে খুশী থাকতে পারতেন । এই গাওয়াও হয় যে, ভগবান এসে কারো পুরানো দেহে নিজেকে আবৃত রেখে নিজের কাজ করে দেখান । এখন বাবা তোমাদের স্বর্ণ যুগের পৃথিবীর মালিক বানাতে এসেছেন । তিনি বলেন আমি এই পৃথিবীর তিন পা (তিন বর্গ ফুট) জমিও নিই না । তোমরাই এই বিশ্বের মালিক হও । নাটকে আমার এইরকম পার্টই আছে । ভক্তিমার্গেও আমাকেই সকলকে সুখ দিতে হবে । মায়া তোমাদের খুব দুঃখী বানিয়ে দেয় । বাবা তোমাদের সেই দুঃখ থেকে মুক্ত করে শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যায় । এই খেলা কেউই জানে না । এখন এক রয়েছে ভক্তির জৌলুস (pomp) আর এক মায়ার জৌলুস । দেখো, সায়েন্স কি কি বানিয়ে ফেলেছে । মানুষ ভাবে আমরা স্বর্গে বসে আছি । বাবা বলেন এ হল সাইন্সের জৌলুস । এইসবও শেষ হওয়ার মুখে । এইসব বড় বড় বাড়ি সবই ভেঙ্গে যাবে তারপর এই সায়েন্সই সত্যযুগে তোমাদের সুখের কাজে আসবে । এই সায়েন্সের দ্বারাই বিনাশ হবে । তারপর এর দ্বারাই তোমরা অনেক সুখ ভোগ করবে । এ সবই খেলা । বাচ্চারা তোমাদের অনেক মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে । মাম্মা, বাবা কখনো কাউকে দুঃখ দিতেন না । তাঁরা বোঝাতেন বাচ্চারা তোমরা নিজেদের মধ্যেই লড়াই - ঝগড়া কোরো না । কখনোই মাতা - পিতার সম্মান নষ্ট কোরো না । এই পার্থিব শরীরের মমত্ব দূর করো । এক বাবাকেই স্মরণ করো । এই দুনিয়ার সবকিছুই শেষ হয়ে যাবার জিনিস, এখন তোমাদের ঘরে যেতে হবে । বাবাকে এই সেবাকাজে সাহায্য করতে হবে । সত্যিকারের ধর্মীয় মুক্তিযোদ্ধা (Salvation Army) তোমরাই , তোমারই হলে ঈশ্বরের সাহায্যকারী (খুদা-ই খিদমতগার) ।বিশ্বের এই ডুবন্ত জাহাজকে তোমরাই পার করে নিয়ে যাবে । তোমরা জান যে এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে । ভোরবেলা ৩টে - ৪ টের সময় উঠে যদি তোমরা চিন্তন করো তাহলে অনেক খুশীতে থাকতে পারবে আর এই বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চিত হবে । *যদি তোমরা রিভাইজ না করো তাহলে মায়া তোমাদের সব ভুলিয়ে দেবে* । তোমরা মন্থন করো যে আজ বাবা তোমাদের কি বুঝিয়েছেন । একান্তে থেকে বিচার সাগর মন্থন করা উচিত । এখানেও একান্ত খুব ভালো রয়েছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মন - বচন এবং কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেবে না । কারো কথায় মনে আঘাত পাবে না । বাবার মতো প্রেমের সাগর হতে হবে ।

২) একান্তে থেকে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । এই বিচার সাগর মন্থন করে তারপর স্নেহের সাথে সকলকে বুঝিয়ে বলতে হবে । বাবার এই সেবাকাজে সাহায্যকারী হতে হবে ।

বরদান :- স্নেহের উড়ানের দ্বারা বাবার নৈকট্যের অনুভব করে পাস উইথ অনার হও ।

এই স্নেহের শক্তির দ্বারাই সমস্ত বাচ্চারা এগিয়ে চলেছে । এই স্নেহের উড়ান দেহ , মন এবং হৃদয় দিয়ে বাবার কাছে নিয়ে যায় । জ্ঞান, যোগ আর ধারণাতে সকলেই যথাশক্তি নম্বর হিসেবে আসে কিন্তু এই স্নেহতে সকলেই একনম্বর । এই স্নেহতে সকলেই পাস । স্নেহের অর্থ হল বাবার পাশে থাকা আর সব বিষয়ে পাস হওয়া বা যে কোনো পরিস্থিতিতে সহজেই বিজয়ী হওয়া । এমন বাবার নিকটে থাকা সন্তানরাই পাস উইথ অনার হতে পারে ।

স্লোগান :- মায়া আর প্রকৃতির ঝড়ে সুরক্ষিত থাকতে হলে বাবার হৃদয় সিংহাসনে বিরাজ করো।